যায়যায়দিন

তারিখ JUN 24 2006
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

জিপিএ-৫ পেয়েও ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না অনেকে

যাযাদি রিপোর্ট

টিঅ্যান্ডটি আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ফাতেমাতুজ জোহরা সায়মা। এখন নতুন টেনশন শুরু হয়েছে তার বাবা-মা'র, কিভাবে মেয়েকে ভালো কোনো কলেজে ভর্তি করা যায়। টেনশনে আছে তার বাবা-মা'র নয়, তার মতো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদেরও। এবার এসএসসিতে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং কলেজে মোট আসন প্রায় কাছাকাছি হওয়ায় কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের আসন সংকটে পড়তে হবে না। তবে জিপিএ-৫ পেয়েও ৪-৫ হাজার পাবে না। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাওয়ায় তাদের বিপাকে পড়তে হবে বেশি। এছাড়া মধ্যম মানের রেজাল্ট করেও কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে পারবে না আরো প্রায় এক লাখ পরীক্ষার্থী। ভালো কলেজগুলো [illegible]

জিপিএ-৫ পেয়েও ভালো কলেজে ভর্তির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেই ভর্তির শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়, তবে ৪.৮৮ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাসহ মধ্যম মানের এবং গ্রামাঞ্চল থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা শহরের ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন যায়যায়দিনকে বলেন, জিপিএ-৫ বেশি পাওয়ার কারণে ভালো কলেজগুলোতে প্রতিযোগিতা বেশি হবে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত অনেককেই ভর্তি হতে হবে মধ্যম মানের বা গ্রামের কলেজে। সেক্ষেত্রে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এইচএসসিতে ভালো করবে। তিনি জানান, তার নিজ থানা কচুয়াতে এবার ৬৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এরা গ্রামের স্কুল থেকেই ভালো ফল করেছে। এসএসসিতে ভালো করতে পারলে গ্রামের কোনো কলেজে পড়েও এরা এইচএসসিতে ভালো করবে। ভর্তির ক্ষেত্রে ভালো কলেজগুলোতে আসনের তুলনায় প্রতিযোগী বেশি হলে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে ভাইভা নেয়া হতে পারে বলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান।

কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ জানান, ঢাকার নামকরা কলেজগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই ভালো ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির চাপ পড়বে। রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর সৈয়দা নুরুন্নাহার বেগম বলেন, জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বেড়ে যাওয়ায় ভালো কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হবে- এটা সত্য। তবে এর সমাধানও হবে। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এসএসসির রেজাল্টে দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডে পাস করেছে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ পরীক্ষার্থী। আর বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য মতে, দেশে মোট ২ হাজার ৪২৫টি কলেজে ৪ লাখ ৬৩ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারবে ৮৭ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী। বাকি ৩ লাখ ৬৭ হাজার আসন রয়েছে বেসরকারি কলেজগুলোতে।

এ বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪ হাজার ৩৮৪, যা গত বছরের তুলনায় ৮ হাজার ৭৫৩ জন বেশি। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত এ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও রয়েছে ভালো কলেজে হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত কলেজের সংখ্যা হাতেগোনা। রাজধানী ঢাকায় ১৩০টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১০-১২টি কলেজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকে। ঢাকার বাইরে নামকরা কলেজের সংখ্যা খুবই কম। তাই প্রতিবছরের মতো এবারও রাজধানীর ভালো কলেজগুলোতে যুদ্ধ করতে হবে। দেশের ১০টি ক্যাডেট কলেজের ৬০০ আসনসহ সারা দেশে ভালো কলেজ হিসেবে পরিচিত ৬০টির মতো কলেজ রয়েছে। এসব কলেজের আসন সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি নয়।

সূত্র মতে, ঢাকার সেরা কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ৮ হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে ঢাকা কলেজে আসন সংখ্যা ৫৭৫, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১১০০, ঢাকা কমার্স কলেজ ৯০০, নটরডেম কলেজে ১ হাজার ৫০০, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ৫০০, বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ৮০০ এবং সিটি কলেজে ১ হাজার ৫০০। এ কলেজগুলোর ওপর ঢাকা বোর্ড ছাড়াও অন্য বোর্ডগুলোর শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাপ পড়বে। এছাড়া মাদ্রাসা ও দাখিলে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশও ভিড় জমায় কলেজে। হিসাব করে দেখা গেছে, সাত বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৬১৬ জন। মানবিকে এ সংখ্যা ৫৩৭ এবং ব্যবসায় প্রশাসনে ৩ হাজার ২৩১। তবে সে তুলনায় বিজ্ঞানে ভালো কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হতে বেশ বেগ পেতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, সরকারি কলেজের ৮৭ হাজার আসনসহ সব মিলিয়ে ভালো কলেজে আসন প্রায় এক লাখ। এসব কলেজের এক-চতুর্থাংশ আসনে ভর্তি হবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তরা। অথচ জিপিএ-৫ থেকে ৪ ও জিপিএ-৪ থেকে ৩.৫ এই দুই স্তরে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯১ হাজার ৮১৫ ও ৮২ হাজার ৯৪৭। মধ্যম মানের রেজাল্ট করা এ রকম প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় এক লাখই কাঙ্ক্ষিত মানের কলেজে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এসব শিক্ষার্থী হুমড়ি খেয়ে পড়বে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা শহরের হাতেগোনা ৩০০ কলেজে ভর্তির